প্রথম আলো

তারিখ ... 21 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

ইংরেজি সংস্করণের বেশির ভাগ বই এখনো বিদ্যালয়ে যায়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীর হাতে বিনা মূল্যের নতুন বই পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলা মাধ্যমের প্রায় সব বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে গেলেও নয় দিন পরও ইংরেজি সংস্করণের (ভার্সন) বেশির ভাগ শিক্ষার্থী বই পায়নি। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এবার নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বই ছাপা হওয়ায় ইংরেজি সংস্করণের শিক্ষার্থীরা পুরোনো বই দিয়েও সাময়িকভাবে কাজ চালাতে পারছে না। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে বাংলা বই থেকে অনুবাদ করে পড়ানো হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা বলছেন, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সব ইংরেজি সংস্করণের বই ছাপা হয়ে যাবে এবং একই সঙ্গে বিদ্যালয়গুলোতেও পাঠানো হবে।

এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, এবার সারা দেশে প্রায় পৌনে চার কোটি শিক্ষার্থীর জন্য ২৬ কোটি ১৮ লাখ নতুন বই দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ইংরেজি সংস্করণের শিক্ষার্থীদের জন্য ছাপার কথা তিন লাখ চার হাজার ১৭০ কপি। কিন্তু গত বুধবার পর্যন্ত ছাপা হয়েছে দুই লাখ ২০ হাজার। এর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ কপি বই। অর্থাৎ বুধবার পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কাছে গেছে মাত্র প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বই।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর বিদ্যালয়ের প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা পেলেও ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ইংরেজি সংস্করণের বই পায়নি। মঞ্জু আরা বেগম জানান, এনসিটিবি জানিয়েছে, সব বই পেতে এই মাস লেগে যাবে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাথমিকের বই পেলেও ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি সংস্করণের বই পায়নি। সেন্ট জোসেফ, রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ, উত্তরা রাজউক মডেল কলেজসহ ইংরেজি ভার্সন চালু থাকা আরও কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়েও সব বই যায়নি।

এনসিটিবির দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, এবার নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বই মুদ্রণ হওয়ায় প্রথমে বাংলা মাধ্যমের বই করার পর সেগুলো অনুবাদ করে ছাপতে দেওয়ায় কিছুটা দেরি হচ্ছে। তবে দিনরাত কাজ চলছে। ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সব বই ছাপা ও বিতরণ করা হবে। ওই কর্মকর্তা বলেন, কেউ চাইলে এখন এনসিটিবির ওয়েবসাইট থেকে ই-বুক ডাউনলোড করেও ব্যবহার করতে পারবেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, 'আশা করছি, শিগগিরই সবাই বই পেয়ে যাবে।' একই কথা বলেন এনসিটিবির চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালউদ্দিন।

১ জানুয়ারি সারা দেশে উৎসব করে বিদ্যালয়গুলোতে বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়।